তারিখ ... 22 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ১৩ ...

দৈনিক ইনকিলাব

সার্ককে গতিশীল করার আহবান

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা সার্ককে আরো গতিশীল করার আহবান জানিয়েছেন। বাংলাদেশে দু'দিনের সরকারী সফরে আগত প্রেসিডেন্ট কুমারাতুঙ্গার সঙ্গে গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে দুই নেত্রী সার্ককেন্দ্রিক অচলাবস্থার অবসান ঘটানোর এবং অনতিবিলম্বে সার্কের দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান করার জন্যও আহবান জানানো হয়েছে। তারা বলেছেন, কোনো একটি বা দু'টি মাত্র সদস্য রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সমস্যার কারণে সার্ককে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়া যায় না। সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের স্বার্থে সার্ককে বরং আরো গতিশীল ও কার্যকর সংস্থায় পরিণত করা দরকার এবং এজন্যই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সকল ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়ার উদ্দেশ্যে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে সচিব পর্যায়ে সার্ক স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও দুই নেত্রী একমত হয়েছেন। তারা বলেছেন, সার্ক অঞ্চলে অভিন্ন কিছু সমস্যা রয়েছে। এসবের সমাধানে কার্যকর কর্মপন্থা প্রণয়ন ও গ্রহণ করতে হবে। তারা সার্কভুক্ত দেশগুলোর দারিদ্র্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, নারী ও মাদকদ্রব্য পাচার ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসূ সহযোগিতার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। সার্ক সচিবালয় ও সার্ক অর্থনৈতিক ফোরামকেও সক্রিয় করা উচিত বলে দুই নেত্রী অভিমত প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট বর্তমানে সার্ক-এর চেয়ারম্যান, সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি তিনি ভারত ও নেপাল সফর করেছেন এবং বাংলাদেশের পর তার পাকিস্তান সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও যোগাযোগসহ বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক অনেক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। দু'জনই বিদ্যমান চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরদার করার ব্যাপারে সাগ্রহে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্যে এসেছে সার্ক এবং সার্ক-এর প্রশ্নেও দু'জন সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এর কারণ সম্ভবত উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না– বাংলাদেশ সার্ক-এর প্রধান উদ্যোক্তা শুধু নয়, ১৯৮৬ সালে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সার্ক-এর প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল বাংলাদেশে। অন্যদিকে শ্রীলংকা সার্ক-এর বর্তমান চেয়ারম্যান। তাছাড়া বাংলাদেশের মতো শ্রীলংকাও সব সময় সার্ককে একটি কার্যকর আঞ্চলিক সংস্থায় পরিণত করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে ভূমিকা পালন করে এসেছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সকল উপলক্ষে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে অভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যাগুলোকে সামনে আনতে চেয়েছে, একযোগে চেয়েছে সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে। একই কারণে খালেদা-কুমারাতুঙ্গার বৈঠকেও দারিদ্র্য, শিক্ষা, নারী ও মাদকদ্রব্যের মতো অভিন্ন সমস্যাগুলো বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। সার্ক-এর ব্যাপারে আন্তরিকতা রয়েছে বলেই দুই নেত্রী স্থগিত শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য জোর তাগিদ অনুভব করেছেন এবং আহবানের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে অন্য সদস্য দেশগুলোকে তাগিদ দিয়েছেন।

আমরা এই তাগিদ ও আহবানের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের ধারণা, মূলত যে সদস্য দেশটির জন্য দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি, সে দেশ তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দুই নেত্রীর আহবানে সাড়া দেবেন এবং নতুন পর্যায়ে পরিকল্পিত শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে সার্ককে গতিশীল ও কার্যকর সংস্থায় পরিণত করার প্রচেষ্টায় সুফলপ্রসূ অবদান রাখবেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া এবং প্রেসিডেন্ট কুমারাতুঙ্গা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলেও একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে, গত বছর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাকে অজুহাত হিসেবে সামনে এনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ফলে, সার্ক সনদের বিধান অনুযায়ী শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে গেছে।

আমরা সে সময়ও বলেছি এবং এখনো মনে করি, সকল সদস্য রাষ্ট্রেরই সার্ক-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নীতি ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সতর্ক ও আন্তরিক হওয়া উচিত। এজন্য সবচেয়ে বেশী দরকার দ্বিপাক্ষিক সমস্যাকে অজুহাত বানানো থেকে বিরত থাকা। একথা বলা হচ্ছে এজন্য যে, দ্বিপাক্ষিক সমস্যাকেন্দ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যাবে, ভারত একমাত্র দেশ, যার সঙ্গে অন্য সকল দেশেরই সমস্যা রয়েছে। আর সকলে যদি দ্বিপাক্ষিক সমস্যাকে প্রাধান্যে আনতে চায়, তাহলে সার্ককে টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। বাস্তবে এ চিন্তার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও সমস্যা কবলিত হলেও অন্য কোন দেশ কখনো ভারতের মতো দ্বিপাক্ষিক সমস্যাকে প্রাধান্যে আনেনি– বিশেষ করে এমনভাবে, যার ফলে শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত করতে হবে কিংবা সার্ক বাধাগ্রস্ত হবে। বর্তমানেও সকল সদস্য দেশ সার্ককেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে, দুই নেত্রীর বৈঠকেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই প্রেক্ষাপটেই আমরা বিশেষ করে ভারতের প্রতি আহবান জানাতে চাই। আমাদের আশা, সাত দেশ তথা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠাকালীন নীতি ও উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে সার্ককে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার প্রচেষ্টায় সকল সদস্য দেশই যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।